বাংলা বিভাগ,6th Sem(Hons), (C-13), একালের গল্প।

বিষয় ঃ

" পুঁইমাচা "গল্পের নামকরণের সার্থকতা।

Scanned with CamScanner

বিভূতিভূষণ অতিসাধারণ প্রাত্যহিক জীবনের ঘটনাকে 'পুঁইমাচা' গল্পের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ করেছেন। নামকরণের দিক থেকে এই গল্পটি সার্থক হয়ে উঠেছে। 'পুঁইমাচা' নামকরণ যেন জীবনের এক বিশেষ ভাবসত্যকে ব্যঞ্জিত করেছে। বিভূতিভূষণের রচনার বৈশিষ্ট্যই হল— অতি তুচ্ছ, অতি সাধারণ ঘটনাকে, অসাধারণ, অনন্য করে গড়ে তোলা। প্রকৃতিকে বিভূতিভূষণ আলাদা চোখে দেখতেন। প্রকৃতি আর মানুষ তাঁর রচনায় মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে।

এই গল্পের মূল বিষয় হল ক্ষেন্তির জীবন এবং তার মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে এক গভীর জীবনসত্যে পৌঁছানো। লোভি মেয়ের দৃষ্টি সবসময় খাবারের দিকে। পরিমাণে একটু বেশিই সে খায়। কিন্তু খাওয়ার প্রতি অত বাছ-বিচার তার নেই। তাই রায়কাকাদের বাগান থেকে উপড়ে ফেলে দেওয়া হল্‌দে মোটা ডাঁটাভয়ালা পুঁইশাকগুলোকে কুড়িয়ে আনে প্রাণের আনন্দে। সহজ-সরল-স্বাভাবিক ভাবেই সে গয়াঘুড়ির কাছ থেকে চেয়ে আনে কতকগুলো চিংড়ি মাছ। কেননা পুঁইশাকের চচ্চড়ি তার খুব প্রিয় খাবার। প্রাণের এই সহজতার কারণেই বাবার সঙ্গে নিয়ে বরোজপোতার জঙ্গল থেকে মেটে আলুচুরি করে আনে। খাবার প্রতি লোভ তার প্রচুর। পিঠে গড়তে বসলে মায়ের কাছে গিয়ে নারকেল কোরা চেয়ে নিয়ে খায়। আবার রোদে আমসত্ত্ব দিলে মায়ের কাছে গিয়ে অতি সহজেই হাত পাতে। কিন্তু এই লোভ ছাড়া বাকী সব গুণগুলিই তার বজায় ছিল। অন্নপূর্ণার তাই ভাবনা ছিল অপরে ক্ষেন্তিকে ঠিক বুঝবে তো। তবে এ মেয়ে যার ঘরে যাবে তার ঘরকে সুখী করে তুলবে। এ বিশ্বাস তার ছিল। কিন্তু এই ক্ষেন্তিকে অপরে বুঝলো না। তাই দোজবরে পাত্রের সঙ্গে বিয়ে হবার পর বছর ঘুরতে না ঘুরতেই সে মারা গেল, কিন্তু রয়ে গেল তারই হাতে লাগানো তার লোভের স্মৃতি পুঁইগাছটি। যেটি "সুস্পষ্ট, নধর, প্রবর্ধমান জীবনের লাবণ্যে ভরপুর।"

Scanned with CamScanner

মানুষ থাকে না কিন্তু রয়ে যায় তার কিছু স্মৃতি—এই গভীর জীবন সতকে ব্যঞ্জিত করেছে 'পুঁইমাচা' গল্পের নামকরণ।

প্রকৃতি বিভুতিভুষণের অন্তরাত্মার সঙ্গে যুক্ত। তাই প্রকৃতিকে বাদ দিয়ে তাঁর রচনার আলোচনা সম্পূর্ণ হয় না। বাংলা ছোটগল্পের আলোচনা করতে গিয়ে বীরেন্দ্র দত্ত বলেছিলেন—"বিভূতিভূষণের কাছে প্রকৃতি তাঁর আত্মার আত্মীয়। সেই প্রকৃতিকে তিনি এ গল্পের পুঁইগাছের প্রতীকে ঘনপিনদ্ধ করেছেন। লেখক প্রকৃতির মধ্যে গভীর রহস্যের সন্ধান করেছেন।" গল্পের প্রধান চরিত্র যেন প্রকৃতির আদলে তৈরী হয়েছে। প্রকৃতির মতই সে নিরাসক্ত, সহজ-সরলভাব তার। মুক্ত প্রকৃতির মতই মুক্ত খোলামনের মানুষ ক্ষেন্তি। প্রকৃতি ও মানুষ যেন এখানে মিলে-মিশে একাকার হয়ে গেছে। ক্ষেন্তির মৃত্যুর পর লেখকের প্রকৃতি বর্ণনা যেন তারও ইঙ্গিত বহন করে—"খুব জ্যোৎস্না উঠিয়াছিল বাড়ীর পিছনে যাঁড়াগাছের ঝোপের মাথায় তেলা কুচালতার থোলো থোলো সাদা ফুলের মধ্যে জ্যোৎস্না আটকিয়া রহিয়াছে।..." ক্ষেন্তির সামগ্রিক জীবন ও মৃত্যু যেন প্রকৃতিরই এক অপূর্ব লীলাখেলা। এই খেলা অনেকটাই নির্মম ও নিরাসক্ত। "তা না হলে ক্ষেন্তির চলে যাওয়ার পরে ও কোন রহস্যে তারই শিশুকালে লালন করা বড় আদরের পুঁইগাছটি—সুস্পষ্ট, নধর প্রবর্ধমান জীবনের লাবণ্যে ভরপুর হয়ে ওঠার প্রেরণা পায়?" লেখকের এই বৈপরীত্যের মধ্যে দিয়ে এক বিশেষ ভাবনা প্রতিফলিত হয়েছে। ক্ষেন্তি মরেনি, সে আছে, তার স্বভাব ও লাবণ্য নিয়ে বেড়ে ওঠা পুঁইগাছটির মধ্যে দিয়ে। প্রকৃতির রূপ চিত্রণের মধ্যে দিয়ে ক্ষেন্তির চলে গিয়ে বেঁচে থাকার ভাবনাকে প্রকাশ করেছেন বিভূতিভূষণ। তাই প্রকৃতি এই গল্পে একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব করেছে।

আলোচনার শেষে এসে একটি কথা বলতেই হয় বিভূতিভূষণ অতি তুচ্ছ, অতি সাধারণ, হত দরিদ্র গ্রাম জীবনের রূপকে প্রকাশ করেছে এই গল্পে। প্রত্যেকটি চরিত্র যেন পাড়া-গাঁর মায়া-মমতা, সহজ-সরল স্বভাব নিয়ে গড়ে ওঠা। প্রত্যেকটি চরিত্রকে অসীম মমতায় যেন লেখক সৃষ্টি করেছেন। সামান্য জিনিসকে অসামান্যরূপে তুলে ধরা-বিভূতিভূষণের শিল্পীমানসের বিশেষ একটি বৈশিষ্ট্য। এই বৈশিষ্ট্যই ফুটে উঠেছে 'পুঁইমাচা' গল্পের মধ্যে। এই গল্পটি লক্ষ্য করে ড. সুকুমার সেন বলেছিলেন—'পথের পাঁচালী' উপন্যাসের ছায়া এর মধ্যে সুপ্ত আছে'।

Scanned with CamScanner